গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকাএর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৫:ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	

কর্মসম্পাদনেরসার্বিকচিত্র
(Overview of the Performance)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলো পুর্নবাসনে গুরুত্বআরোপএবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) মাধ্যমে, এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত।বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৩০জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছেএবং পানি সরবরাহ কভারেজ ৬৫.৫৮% এ উন্নীত হয়েছে। বিগত ৩ (তিন) অর্থবছরে গ্রাম, পল্লী এলাকায় ২২৬১ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, ১৭ টি জিএফএস এর মাধ্যমে ১২০ টি পাড়ায় পাইপ লাইন সিস্টেম, ৪৯২ টি নলকূপ, ৬৫ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন, ২১ টি পাবলিক টয়লেটনির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার এবং ১টি আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে প্রায় ২২৬১ টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও ১ টি ওয়াটার রিজারভার (১০০ ঘন মিটার)। তাছাড়া ৩ (তিন) লক্ষ Water Purifying Tablet এবং ৩৭ টি স্কুলে Wash block নির্মাণ করা হয়েছে। ১২৬ টি কমিউনিটি ভিক্তিক এবং মুজিব বর্ষের ৭১৯ টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতিকে টেকসইকরা ও এরকার্যকারিতাবৃদ্ধিকরণ এবং অর্থায়ন।সামগ্রিককাজেরমনিটরিংওমূল্যায়ন, তথ্যসংগ্রহওসংরক্ষণ। তাছাড়া, উক্ত বিভাগের আওতায় অনেক এলাকায় পানি বাহিত স্তর না থাকায় এবং পাহাড়ীঝিড়ি ঝর্ণা গুলো শুকিয়ে যাওয়ায় উক্ত এলাকায় পানি প্রাপ্তি ও সরবরাহ চ্যালেঞ্জীং হয়ে পরেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতি ০৭জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুরখননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করণ, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীত করণ।

২০২৩-২০২৪অর্থবছরের সম্ভাব্যপ্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন-৮৫৮টি;
- স্থাপিত/প্রতিস্থাপিত উৎপাদক নলকূপ -৭টি;
- ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ - ৭টি;
- পাইপলাইনস্থাপন - ২৫কিঃমিঃ;
- পানির গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা–৮৫৮টি।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩সালেরজুন মাসের ২৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: